

বিয়ে : স্বপ্ন থেকে অষ্টপ্রহর

মির্জা ইয়াওয়ার বেগ



সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

## সূচি

|   |    |
|---|----|
| প্রকাশকের কথা   | ৭  |
| ভূমিকা  | ৯  |
| ইসলামে বিয়ে...   | ১১ |
| বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়                                  | ১৭ |
| বিবাহিত জীবনকে সুখী করার উপায়                                      | ২৭ |
| ১. সুন্দর দাম্পত্য জীবনের বৈশিষ্ট্য কী?                             | ২৭ |
| ২. দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার কি কোনো সূত্র আছে?                    | ২৮ |
| ৩. একটা দাম্পত্য জীবনকে কীভাবে সফল করা যায়?                        | ৩০ |
| ৪. অসুখী দাম্পত্য জীবনে কীভাবে সুখ ফিরিয়ে আনা যায়?                | ৩৩ |
| ৫. মনের মানুষ বলতে কি কিছু আছে?                                     | ৩৪ |
| ৬. সুখী দাম্পত্য জীবনের পেছনে কী কী বিষয় ভূমিকা রাখে?              | ৩৫ |
| ৭. দাম্পত্য জীবনে বাবা-মা, স্বশুর বাড়ির লোকদের কতটুকু জড়ানো উচিত? | ৩৬ |
| ৮. সাংসারিক জীবনে পরস্পরকে কীভাবে ছাড় দেওয়া যায়?                 | ৩৯ |
| ৯. মানুষ কখন তার বৈবাহিক জীবনের ব্যর্থতা বুঝতে পারে?                | ৪৪ |
| ১০. একটা সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মূল দায়িত্ব কী?                     | ৪৫ |
| ১১. দাম্পত্য জীবনকে সুখী করার পেছনে মূল দায়িত্ব কার?               | ৫০ |
| ১২. ইন্টারনেটে পাত্রপাত্রী পছন্দ ও বিয়ে!                           | ৫১ |
| ১৩. সাত বছর পরে দাম্পত্য সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কুসংস্কার।            | ৫২ |
| ১৪. সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য বাচ্চাকাচ্চা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?     | ৫৩ |
| ১৫. জীবনসঙ্গীর কাছে নিজের গুরুত্ব ধরে রাখার জন্য কী করা যেতে পারে?  | ৫৩ |
| ১৬. তর্ক-বিতর্ক করা কি ভালো?  | ৫৪ |
| ১৭. সংসার সুখী করতে টাকাপয়সা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?                    | ৫৫ |
| ১৮. বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর কাজ কোনগুলো?                     | ৫৬ |
| ১৯. সংসারে শান্তি বজায় রাখার জন্য কি ছোটখাটো মিথ্যা বলা যাবে?      | ৫৬ |
| ২০. দাম্পত্য জীবনের সমস্যা নিয়ে কারও সাথে পরামর্শ                  | ৫৭ |
| বিয়ের খুব  | ৫৯ |

## প্রকাশকের কথা

ড. জর্জ মুরাদ ছিলেন আমাদের ইউনিভার্সিটির বায়োলজিক্যাল ফ্যাকাল্টির ডিন। আমরা যারা টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম তাদের তিনি প্রথম দিনই বলে দিলেন, You can choose your wife but not co-workers. If you don't like your wife, you can leave her. But you'll starve if you leave your job as you don't like your co-worker. So, adjust yourselves with the office environment.

মোদ্দা কথা, স্ত্রীর সাথে না বনলে তাকে ছেড়ে দেওয়া চলে, কিন্তু চাকরি গেলে মানুষ খাবে কী? বিয়েতে না-হয় মেয়ে পছন্দ করা যায়, কিন্তু আমার সাথে কারা কাজ করবে তাতে তো আমার কোনো হাত নেই। সুতরাং চাকরিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে, সবাইকে সমঝে চলতে হবে।

পশ্চিমকে যতটা দেখেছি, তাদের অধুনা দর্শনে পরিবারকে পেছনে ফেলে কর্মক্ষেত্র এগিয়ে চলছে। পরিণতি? তাদের সমাজে ভাঙনের খ্যানখ্যানে বাজনাটা খুব স্পষ্টই শোনা যায়; কান পাতাও লাগে না। আমাদের বর্তমান সমাজে পশ্চিমা সভ্যতার ভারী কদর এখন। তো সে সভ্যতা একা আসেনি। আপন মানুষদের নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা বাড়ছে—মানুষের হৃদয়ে তা পাথরের মতো চেপে বসছে। বাড়ছে অর্থহীন বিবাহবিচ্ছেদ। বাবা-মা'র কোন্দল দেখে ক্লান্ত শিশুরা শিখছে শুধুই সংঘাত। অবৈধ, অনৈতিক সব সম্পর্ক ভেঙে দিচ্ছে বৈধ, পবিত্র পারিবারিক বন্ধনগুলো। অদ্ভুত যান্ত্রিক উটের পিঠে চড়েছে সুদেশ।

মির্জা ইয়াওয়ার বেইগের জন্ম প্রাচ্যে। জীবনের বড় একটা অংশ পশ্চিমে কাটিয়েছেন। কর্পোরেট জগতের বহু ডাকাবুকের গুরু তিনি। ইসলামের আলোয়

আলোকিত এ মানুষটি এমন এক চশমা দিয়ে দুনিয়াটাকে দেখেন যার জুঁড়ি নেই। আদর্শিক পা হড়কানো থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলোকে তিনি বানু ব্যবসায়ীর চোখ দিয়ে দেখেন, ব্যবচ্ছেদ করেন। এরপর ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান সাধেন। আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি ইসলাম একটি দীন—পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এর ব্যত্যয় হলে জীবনে ঝামেলা আসবেই; আর সে সমস্যার সবচেয়ে সুষ্ঠু সমাধান ইসলামই দিতে পারে। সমাজের ক্ষুদ্রতম একক—পরিবারের বাঁধগুলো যে আজ ভাঙতে শুরু করেছে তা মেরামতের উদ্যোগ না নিলে ব্যক্তিগত জীবন থেকে যেমনি শান্তি হারিয়ে যাবে, ভবিষ্যত প্রজন্মও বিপদের মুখে পড়বে।

‘Marriage: Making and Living of It’ প্রকাশের পরে সিয়ান পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে বইটির অনুবাদ—‘বিয়ে স্বপ্ন থেকে অফটপ্রহর’ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আনন্দিত। আল-হামদু লিল্লাহ। বইটি বহু পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনবে করুণাময় আল্লাহর কাছে সেই প্রার্থনা করি।

**শরীফ আবু হায়াত অপু।**

## ইসলামে বিয়ে...

সকল প্রশংসা আল্লাহর; যিনি এই বিশ্বজগতের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বার্তাবাহক মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গীসাথীদের প্রতি। আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

“তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের পেয়ে পরিতৃপ্ত হও। তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে।” [সূরা আর-রুম, ৩০:২১]

সুপ্রিয় পাঠকগণ!

আমি নিশ্চিত যে আপনারা জানেন, ইসলামে বিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়; একজন নারী ও একজন পুরুষের মাঝে সম্পাদিত সবচেয়ে জীবনঘনিষ্ঠ একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। সাক্ষীদের উপস্থিতিতে দুজন মানুষের মাঝে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। তবে হ্যাঁ, বিয়ের সর্বোত্তম সাক্ষী হলেন আল্লাহ ﷻ; তাঁর কাছেই মূলত দায়বদ্ধ থাকেন এ চুক্তির উভয়পক্ষ। তাই নারী পুরুষ দুজনেরই ভালো করে বোঝা প্রয়োজন যে, তারা যে চুক্তিটি করতে যাচ্ছেন সেটি কেমন! কী তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কী তার তাৎপর্য!

প্রথমেই আমি কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করেছি। এ আয়াতে আল্লাহ ﷻ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ‘বিয়ে’ নামক বন্ধনটির কথা আলোচনা করেছেন। এটিকে তিনি তাঁর একটি নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন!

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ তিনটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর প্রথমটি হলো সুকুন।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন, এটি তাঁর একটি নিদর্শন। তিনি আপনাদের মধ্য থেকে আপনাদের জন্য জীবনসঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যেন আপনারা তাদের সাথে সুকুন লাভ করতে পারেন। তাই আমাদেরকে বুঝতে হবে, এই সুকুন-এর তাৎপর্য কী?

আরবিতে সুকুন শব্দটি আল-হারাকা বা গতিশীলতার বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আরবি ব্যাকরণে আল-হারাকা একটি হরফের মাত্রার মতো। এটি নির্দেশ করে কীভাবে হরফটি গতি পাবে বা কীভাবে উচ্চারিত হবে। যখন কোনো অক্ষরের উপরে সুকুন পাওয়া যায় তখন অক্ষরটিকে মূল অক্ষরের মতো করেই উচ্চারণ করতে হয়, সেখানে স্থির হতে হয়।

বিয়ের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে আল্লাহ ﷻ সুকুন বা প্রশান্তি লাভের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি আমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাদের সাথে সুকুন তথা প্রশান্তি খুঁজে পাই। তাই এই চুক্তিটির প্রথম শর্ত হলো, স্বামী-স্ত্রী দুজন দুজনের সাথে প্রতিজ্ঞা করছে যে তাদের যৌথ এ জীবনধারার প্রতিটি কাজকর্ম এমন হবে যা তাদের উভয়ের জন্য হবে সুকুন বা প্রশান্তির উৎস। তাদের আবাস-নিবাস, তাদের ঘনিষ্ঠতা, তাদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা—সবকিছুই হবে পারস্পরিক প্রশান্তির উৎস।

তারা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে এই প্রতিজ্ঞা করছেন যে, তারা জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণগণ্য একান্ত বিষয়গুলো আর কোথাও খুঁজবেন না। তাদের চোখ, কান ও হৃদয় জীবনসঙ্গী ছাড়া অন্য কোথাও গিয়ে দিকহারা হবে না। তারা জীবনসঙ্গীর প্রতি কোনো অবহেলা করবে না, তাকে ছেড়ে যাবে না, ফেলে যাবে না।

আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আপনারা যারা এই বইটি পড়ছেন তাদের সবাইকে তিনি যেন জীবনসঙ্গীর মাঝে এই প্রশান্তি দান করেন। অনেকেই হয়তো নানা রকম ভুল করে এই নির্মল পবিত্র পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে ফেলেছেন; ব্যাকুলভাবে আবার ফিরে পেতে চাইছেন হারিয়ে ফেলা সে সুখপাখিটাকে। তবে মনে রাখতে হবে, এটি ফিরে পাওয়া শুধু কারও একক চেষ্টায় সম্ভব নয়; বরং স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই তাদের নিবাসটিকে একটি সুখের নীড় করে গড়ে তুলতে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

হবে ততটুকুই বিনিময় পাওয়া যাবে। এটা কোনো জাদু বা স্বয়ংক্রিয় বিষয় নয়। এই গভীর বন্ধুত্ব আপনা-আপনি হয়ে যায় না, একে আন্তরিকতার পরশ বুলিয়ে নিবিড় যত্নের সাথে একটু একটু করে গড়ে তুলতে হয়। যত্নের এ বিনিয়োগ যেমন হবে, বিনিময়ও তেমনই পাওয়া যাবে।

জীবনসঙ্গীকে সময় দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাকে বঞ্চিত করে বন্ধুদের সাথে অকারণ আড্ডাবাজিতে সময় নষ্ট করা মোটেই উচিত নয়। এমন কিছু বিষয় তৈরি করে নেওয়া দরকার যা উভয়েরই পছন্দের। একে অন্যের কাজের মাঝে আনন্দ পাওয়ার বিষয়টা শিখে নেওয়া উচিত। সবধরনের ভালো কাজেই পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। কোনো বিষয় আপনার পছন্দ না হলে আপনি আপনার প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন। তবে তা অবশ্যই হতে হবে একান্তে; আগ্রহ ও যত্নের সাথে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো প্রতিরক্ষা প্রাচীর গড়ে তোলা ঠিক নয়। এ সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত পরস্পরের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। আবেগ অনুভূতির বিষয়ে একে অন্যের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যিক।

দুজনে মিলে একটি ভাষা তৈরি করে নিতে পারলে তো খুবই ভালো। এ ভাষা হবে চোখের ভাষা, হৃদয়ের ভাষা, ইশারা-ইঙ্গিতের সমন্বয়ে তৈরি একান্ত নিজস্ব একটি ভাষা। সময়ের পরিক্রমায় এ ভাষা যেন জাদুর মতো কাজ করে। কিছু না বলেও স্বামী বা স্ত্রী বুঝে নেয় একে অপরের মনের কথা। দীর্ঘদিনের সুখী দম্পতিদের মাঝে এমন জাদুকরী ভাষার ব্যবহার দেখতে বেশ লাগে।

স্বামী-স্ত্রীর উচিত পরস্পরের উত্তম আচরণগুলোকে মনে রাখা। যখন তাদের কারও দিন খারাপ যায় এবং একটু অন্যরকম আচরণ করে তখন সেই ভালো আচরণগুলো মনে রাখলে তা তাদের সম্পর্কের অবনতি থেকে বাঁচাতে পারে। এটাই সেই ভালোবাসা, যা আল্লাহ ﷻ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে স্থাপন করে দিয়েছেন। অন্য সকল দম্পতির মতোই এ অমূল্য সম্পদের যথাযথ পরিচর্যা করতে হবে, না হলে একসময় নির্ঘাত তা হারিয়ে যাবে।

সর্বশেষ যে তাৎপর্যপূর্ণ শব্দটি আল্লাহ ﷻ ব্যবহার করেছেন তা হলো ‘রাহমাহ’ বা দয়া, মমতা। ‘রাহমাহ’ হচ্ছে আল্লাহর একান্ত বিশেষ একটি গুণ। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে অব্যাহত দয়া করেন। এমনকি কেউ তা পাওয়ার যোগ্য না হলেও তিনি

তার প্রতি দয়া করেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনের সম্পর্কটিকে বর্ণনা করতে গিয়েও আল্লাহ ﷻ এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন।

আমরা সাধারণত তাদের প্রতি মায়া অনুভব করি যাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ রয়েছে। আমরা আমাদের সন্তানদের প্রতি খুবই দয়াদর্দ, কিন্তু অন্য শিশুদের প্রতি হয়তো একই রকম দয়া অনুভব করি না। আবার সেই আমিই যখন আবার কোনো স্কুলের শিক্ষক হই তখন ঠিকই আমার ছাত্রদের প্রতি দয়াদর্দ হয়ে পড়ি। বিয়ের প্রসঙ্গে ‘রাহমাহ’ শব্দটি স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের দায়িত্ববোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বছরের পর বছর ধরে, জীবনের পরতে পরতে একে অন্যের প্রতি যে মায়ামমতা প্রদর্শন করা হয়, যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া হয়, ‘রাহমাহ’ সে বিষয়টিকেই বোঝায়। ‘রাহমাহ’ বা দয়া প্রদর্শন করা হলো গোটা জীবনকে জুড়ে থাকা এই সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো। ‘প্রাপ্য অধিকার’ মনে না করে পরস্পরের ভালো আচরণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। ‘রাহমাহ’ সেই গুণ যার কারণে কোনো বিনিময় না পেয়েও মানুষ অকাতরে দিয়ে যেতে পারে। একজন কোনো কারণে তার দায়িত্ব পালন করতে না পারলেও অন্যজন তার নিজ দায়িত্ব পালনে কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের প্রাপ্য অধিকার না পেয়েও ভালোবেসে যায়, শ্রদ্ধার আচরণ করে। ‘রাহমাহ’ হলো বিনিময় না চেয়ে দিয়ে যাওয়া, কেননা এই দেওয়ার মাঝেই রয়েছে এক নির্মল পবিত্র আনন্দ।

কাজেই ইসলামে বিয়ে হচ্ছে দুজন নারী পুরুষের মাঝে একটি অঙ্গীকার; একে অন্যকে ভালোবাসা, সম্মান ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করার এক প্রতিশ্রুতি। সবসময় মনে রাখবেন, আল্লাহ ﷻ আমাদের সব চিন্তা, নিয়্যাত এবং কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

আল্লাহর কাছে দু‘আ করি, তিনি যেন এই বন্ধনের প্রতি দয়া ও করুণাধারা বর্ষণ করেন। প্রতিটি দম্পতিকেই ইসলামের আদর্শ-অনুসারী হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দেন। যেদিন তারা সবাই তাঁর সামনে উপস্থিত হবে, সেদিন যেন তিনি তাদের উপরে সন্তুষ্ট থাকেন। আমি আমাদের সবার জন্য এই দু‘আ করি।

## বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন, নাবি رضي الله عنه বলেছেন, “চারটি জিনিস দেখে একজন নারীকে বিয়ে করা হয়: তার সম্পদ, বংশমর্যাদা, রূপসৌন্দর্য এবং দীনদারি। তোমরা বিয়ের সময় দীনদার নারীদের অগ্রাধিকার দাও।” (সাহীহ আল-বুখারি, হাদীস নং-৫০৯০)

বিয়ে করতে চাচ্ছেন এমন অনেকেই আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছেন জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উভয়ের প্রতি আমার পরামর্শ একই। বিয়ের জন্য যে ছয়টি বিষয় খুব দরকার সেগুলো হচ্ছে:

### ১. ইসলাম:

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমনটা বলেছেন, চারটি বিষয় দেখে নারীদের বিয়ে করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে দীনদারি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষদের বেলাতেও একই বিষয় প্রযোজ্য। সুতরাং প্রথমেই দেখতে হবে, আপনার সম্ভাব্য জীবনসঙ্গী ইসলামের ন্যূনতম মৌলিক বিধিনিষেধগুলো পালন করে কি না। ব্যাপারটি যাচাই করার জন্য কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেমন:

**দীন:** সালাত, সাওম ও যাকাত ঠিকমতো আদায় করে কি না। কুরআনের জ্ঞান আছে কি না, নিদেনপক্ষে দেখে সূচ্ছন্দে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে কি না। যেসব নারীপুরুষেরা বিয়ে করার মতো পরিণত বয়সে উপনীত হয়েছে, অথচ শুশ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে পারে না; তাদের জন্য এটা খুবই লজ্জাজনক বিষয়!

**চরিত্র:** সাহস, ধৈর্য, আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস, ধীরস্থির সুভাব, পুরুষের পৌরুষদীপ্ততা, নারীদের লজ্জাশীলতা, বিনয়, যেকোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারা, শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান, নীরবতায় সূচ্ষন্দ্য বোধ করা, বাচাল প্রকৃতির না হওয়া ইত্যাদি।

**চেহারা:** মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ পর্দা আর ছেলেদের ক্ষেত্রে দাড়ি। রুচিশীল ও বুদ্ধিমতি কোনো মেয়ে নিশ্চয়ই এমন একজন পৌরুষহীন পুরুষকে বিয়ে করতে চাইবে না, যাকে দেখতে মেয়েদের মতো লাগে। বিষয়টি সত্যিই বিব্রতকর। বুড়ো বয়সে বেশিরভাগ ছেলে তার বাবার মতো আর বেশিরভাগ মেয়ে তার মায়ের মতো চেহারা পায়। তাই চেহারার বিষয়টি যদি আপনার কাছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের বাবা ও মায়ের চেহারার গঠন দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কারণ, এই চেহারাটিই আপনি প্রতিদিন সকালে দেখবেন।

**সতর্কতা:** কোনো মানুষ যদি আল্লাহর কথাকেই গুরুত্ব না দেয়, তাহলে একসময় তারা আপনার কথাকেও পান্ডা দেবে না। জীবনের যেকোনো কঠিন মুহূর্তে আল্লাহভীতিই আপনার সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে; বরং বলা যেতে পারে, আল্লাহভীতি না থাকাটাই একটা বিপদ এবং সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদ। কেননা, যেকোনো বিরোধ মীমাংসায় আপনার শেষ আশ্রয় হলো কুরআন ও সুন্নাহ। অতএব, আপনার জীবনসঙ্গী যদি এর প্রতি গুরুত্ব না দেয় তাহলে আপনি নির্ঘাত এক অকূল পাথারে পড়বেন।

কয়েক মাস বাদেই তাদের রূপলাবণ্য বা স্মার্টনেসের আকর্ষণ হারিয়ে যেতে শুরু করবে। তার সব সম্পদও কোনোভাবেই আপনার নয়। এই মানুষটিই আপনার সন্তানদের প্রতিপালন করবে, আর এই সন্তানেরাই আপনার জান্নাত বা জাহান্নামের কারণ হবে। সুতরাং, আপনি যদি এমন কাউকে খুঁজে বের করে থাকেন—যে তার দীনদারির ব্যাপারে সচেতন নয়, তাহলে সে দেখতে যতই দারুণ হোক না কেন আপনি ডুবেছেন! এখনি সরে আসুন, এক্ষুনি! এটা খুবই ভয়ানক একটা ব্যাপার। আর এই লেখাটাও পড়া বন্ধ করে দিন; কেননা কারও দীনদারিই যদি ঠিক না থাকে, তাহলে এই বই পড়ে সময় নষ্ট করাটাও হবে অর্থহীন।